

পঞ্জ্চ 'ম' কার সাধন*

পঞ্জ্চ 'ম' কার সাধন*

১. মদ্য - অর্থাৎ, আমাদের জহিব্বার দ্বারা মস্তষ্কিরে তালু গ্রন্থ ভদে করে রাজকি পর্যন্ত নযি. যাওযাকি খেচেরী মুদ্রা বলি. এবং এই খেচেরি মুদ্রার দ্বারা ওই রাজকি গ্রন্থে থাকা অমৃত জহিব্বার দ্বারা আস্বাদন করাকি মদ্য পান বা মদ্য সাধন বলি.

২. মাংস- 'মা' শব্দরে অর্থ জহিব্বা, ২ এর অর্থ করা, 'স' শব্দরে অর্থ ভক্ষণ। খেচেরী মুদ্রার সাহায্যে তালু গ্রন্থি ভদে করতে পারলিই, তখন আমাদের আপনা থেকেই বাক সংযম এবং স্বাদ সংযম আপনা থেকেই হযি. যাই, যিটো আমাদের সাধনার একান্তই প্রয়োজন, একই মাংস ভক্ষণ বা মাংস সাধন বলি.

৩. মৎস্য - সাধারণত আমাদের শ্বাস অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ু আমাদের ইরা এবং পঙ্কিগলা তে চলি. যখন আমরা বিশিষে গুরু প্রদত্ত ক্রিয়ার দ্বারা এই শ্বাসকি (প্রাণ ও অপান) সুসুমা নাড়ীতে প্রবশে করাতে সক্ষম হই, তখন মৎস্য ভক্ষণ বা মৎস্য সাধনা হযি.

৪. মুদ্রা - যোগ শাস্ত্রে বিভিন্ন যোগ এর কথা বলা হযিছে (কমরালি মুদ্রা, মহামুদ্রা, যোনিমুদ্রা, etc)। গুরু শিষ্যরে আঁধার অনুসারে এই মুদ্রার সাধনা দযি. থাকনে, এবং যা নিষ্টি সাহকারে করাকি মুদ্রা সাধন বলি.

৫. মঠুন - এই চার রকম সাধনা গুরু প্রদত্ত ক্রিয়ার দ্বারা নিষ্টি সাহকারে করার পর গুরুর অপার কৃপার দ্বারা জীবাত্মা কে পরমাত্মা তে মলোনোর ক্রিয়াকি মঠুন সাধনা বলা হযি.